অর্থমন্ত্রক

# বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রাক্-বাজেট পরামর্শ বৈঠক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

Posted On: 28 DEC 2017 12:06PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি বলেছেন যে দেশের শ্রমিক-কর্মচারী, বিশেষত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতিক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্র তথা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষায় বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।তিনি আরও জানিয়েছেন যে আইন নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি ও পারিশ্রমিক সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের দেওয়া বাধ্যতামূলক। এই কারণে শিল্প সংস্থাগুলির উচিৎ এই আইন ও নীতিকে পুরোপুরি অনুসরণ করা।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রাক্-বাজেট পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এই বৈঠকে বেশ কিছু প্রস্তাব ও পরামর্শ পেশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পক্ষ থেকে ৯টি ট্রেড ইউনিয়ন যৌথভাবে একটি অভিন্ন স্মারকলিপি সরকারের কাছে দাখিল করে। এই স্মারকলিপিতে ১২ দফা দাবির উল্লেখ করা হয়। মূলদাবিগুলির মধ্যে ছিল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহ সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ধিত বাজেটবরাদ্দ, ধনী করদাতাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায় সম্পদের ব্যবস্থা করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কর প্রদান এবং ঋণ পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া এবং ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ও পারিশ্রমিক স্থির করার ক্ষেত্রে পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুসরণ, ক্রেতা মূল্য সূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মজুরি ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ, সপ্তম বেতন কমিশন সম্পর্কে সরকারি কর্মীদের দাবি-দাওয়া পূরণ, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, ফাটকাবাজি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে বিলগ্নিকরণ এবং সেগুলিকে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্যোগ পুরোপুরি বন্ধ করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি, পরিকাঠামো এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মূলধনী পণ্য সহ অন্যান্য শিল্পসামগ্রী আমদানির বিষয়টি কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণ, মহাত্মাগান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ আইনের আওতায় দেশের সবক'টি গ্রামীণ ও শহর এলাকাকে নিয়ে আসার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি রূপায়ণে অতিরিক্ত ব্যয়ের সংস্থান, যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মী এবং চুক্তির ভিত্তিতে কর্মরত কর্মী স্থায়ী কর্মীদের মতোই একই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের 'সমান কাজ সমান মজুরি' নীতির ভিত্তিতে স্থায়ী কর্মীদের সমান বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা, রেল, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, খুচরো ব্যবসা এবং আর্থিক ক্ষেত্রগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি না দেওয়া, প্রতিরক্ষাক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের স্থায়ীকরণ, শ্রম আইন সংস্কার বলবৎ করা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য একটি জাতীয় তহবিল গঠন, সকলের জন্য ন্যূনতম ৩ হাজার টাকার পেনশন, নতুন পেনশন প্রকল্প (এনপিএস) প্রত্যাহার, দরিদ্র নাগরিকদের কাছে সুলভ পরিবহণের সুযোগ পৌঁছে দিতে রেলের সহায়সম্পদ খাতে পর্যাপ্ত সংস্থানের ব্যবস্থা ও তার যথাযথ ব্যবহার, গ্র্যাচুইটির ঊর্ধ্বসীমা ২০ লক্ষ টাকা এবং কর্মরত থাকা অবস্থায় প্রতি বছরে ৩০ দিনের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ ইত্যাদি।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে অন্যান্য দাবি-দাওয়ার মধ্যে ছিল বেতনভুক কর্মী এবং পেনশনারদের ক্ষেত্রে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় ও উপার্জনের ওপর আয়কর রেহাই, প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই মাত্রা ৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা ইত্যাদি।

(Release ID: 1514437) Visitor Counter : 13